১১-২০ গ্রেডের সরকারি চাকুরিজীবীদের সম্মিলিত অধিকার আদায় ফোরাম
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ
অস্থায়ী কার্যালয়ঃ ৩১ নং মসজিদুল ফেরদৌস কমপ্লেক্স, ব্লক-বি, মিরপুর-২, ঢাকা।
ই-মেইলঃ hassanmahmudul157@gmail.com, মোবাইল নং-০১৭১৫৫৮৩৮৮৩, ০১৭১২-১৪৯১৪৩

সূত্রঃ কেনিপ-১৭৫/২০২২ তারিখঃ ০৯/০৩/২০২২ খ্রিঃ

‘‘প্রেস বিজ্ঞপ্তি’’

বর্তমান উর্ধ্বোগতির বাজারে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ১১-২০ গ্রেডের চাকুরিজীবীদের মাঝে হতাশা ও চলমান মাঠ প্রশাসন কর্মচারীদের কর্মবিরতি সহ বিভিন্ন সংগঠনের আন্দোলনে “১১-২০ গ্রেডের সরকারি চাকুরিজীবীদের সম্মিলিত অধিকার আদায় ফোরাম” এর নেতৃবৃন্দদের বিবৃতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেনঃ

ফোরামের সভাপতি জনাব মোঃ লুৎফর রহমান বলেন ১৯৯৫ সালে প্রজ্ঞাপন নং-সম/সওব্য/টিম-১(সংস্থাপন-সাংকাঃ)-২৪/৯৪-১৭০, তারিখ ১৩-০৯-১৯৯৫খ্রিঃ মোতাবেক তৎকালীন সরকার সচিবালয়ের উচ্চমান সহকারী, শাখা সহকারী, প্রধান সহকারী, বাজেট পরীক্ষক (হিসাব রক্ষক) দের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সাঁটলিপিকারদের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসেবে পদ পরিবর্তন করেন। কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের বিষয় জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি বাংলাদেশ সচিবালয়ের ন্যায় সচিবালয়ের বাহিরের অন্যান্য সকল দপ্তরের সমপর্যায়ের পদগুলোর পদবী পরিবর্তন করে প্রশাসনিক কর্মকর্তা করাসহ বেতন ১০ম গ্রেডে উন্নীতকরণের জন্য তিনবার সুপারিশ করা সত্বেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। উল্লেখ্য এ বিষয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাস্তবায়ন ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে আবেদনের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে বলেছেন ‘‘ বর্তমানে আনুষঙ্গিক প্রেক্ষাপটে দাবীর বিষয়টি যৌক্তিক বিধায় বর্ণিত দাবী বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে’’। প্রায় ০১(এক) বছরের বেশি সময় উক্ত প্রতিবেদন স্থায়ী কমিটির মিটিং এর অপেক্ষায় পড়ে আছে। কয়েকবার মিটিং এর তারিখ নির্ধারণ করা হলেও রহস্যজনকভাবে তা বাতিল করা হয়, অত্যান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এখন পর্যন্ত মিটিং হয়নি। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মনের পূঞ্জিভূত অসন্তোষ ও বিরাজিত ক্ষোভ নিরসনকল্পে ৯ম পে-স্কেল ঘোষনার মাধ্যমে বেতন ও পদবী বৈষম্য নিরসনসহ ৮ দফা দাবী বাস্তবায়নের জন্য তিনি সরকারের নিকট জোর দাবী জানান। দাবী সমূহ হচ্ছে ঃ

১। স্থায়ী পে কমিশন গঠন করে ৯ম পে-স্কেল ঘোষনার মাধ্যমে বিদ্যমান বেতন বৈষম্য নিরসনসহ গ্রেড অনুযায়ী বেতন স্কেলের পার্থক্য সমহারে নির্ধারণ ও গ্রেড সংখ্যা কমাতে হবে এবং পে স্কেল বাস্তবায়নের পূর্বে অন্তবর্তীকালীন সময় যৌক্তিক পরিমানে মহার্ঘভাতা প্রদান করতে হবে।
২। এক ও অভিন্ন নিয়োগ বিধি বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩। সকল পদে পদোন্নতি বা ০৫ (পাঁচ) বছর পর পর উচ্চতর গ্রেড প্রদান করে ব্লক পোষ্ট নিয়মিতকরণ করতে হবে।
৪। টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, পূর্ণবহাল সহ বেতন জ্যেষ্ঠতা বজায় রাখতে হবে।
৫। সচিবালয়ের ন্যায় সচিবালয়ের বাহিরের সকল দপ্তর অধিদপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পদবী ও গ্রেড পরিবর্তন করতে হবে।
৬। সকল ভাতা বাজার চাহিদা অনুযায়ী পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।
৭। নিম্ন বেতনভোগীদের জন্য রেশন ও বিদ্যমান পেনশনের হার ৯০% এর স্থলে ১০০% পুনঃনির্ধারণ সহ পেনশন গ্রাচুইটির হার ১ টাকা সমান ৫০০ টাকা করতে হবে।
৮। কাজের ধরণ অনুযায়ী পদের নাম ও গ্রেড একিভূত করতে হবে।

তিনি আরো বলেন বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর নিকট কর্মচারীদের চাওয়া পাওয়া একটু বেশিই থাকার কথা কারন তিনি যে জাতির পিতার কন্যা, যার পিতা এদেশের কর্মচারীদের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রত্ব হারিয়েছিলেন, তারই কন্যা বর্তমানে ক্ষমতায় এটা কর্মচারীদের জন্য সৌভাগ্য বটে। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানী স্বৈর শাসকদের কাছে অনুরোধ জানাতে হয়েছে, কিন্তু বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর তো কারও কাছে চাইতে হবেনা। তিনি নিজেই দেয়ার মালিক, তাই কর্মচারীরা তো তাঁর কাছেই চাইবে।

ফোরামের সাধারন সম্পাদক জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান বলেন ১১ থেকে ২০ গ্রেডের বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ কর্মচারীদের বাদ দিয়ে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা সম্ভব নয়। এসকল দাবী বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষনে গত ০৬/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে তার আলোকে গত ৩০/০৯/২০১৯ খ্রি. তারিখে ৬৪ জেলার জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারক লিপি প্রদান, এর পরে গত ১৬/১০/২০১৯ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গঠিত জাতীয় বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কমিটির সদস্যদের দপ্তরে স্মারক লিপি প্রদান করে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় সংসদ সদস্য ও সংসদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি, মাননীয় জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী সহ প্রায় ১০০ জনের অধিক সংসদ সদস্য মহোদয়কে এ সংক্রান্ত স্মারকলিপি প্রদান করে এবং গত ০৭/০২/২০২০খ্রি. তারিখে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ এক মানব বন্ধন, ১৮/০৬/২০২১ খ্রিঃ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় স্মারক লিপি প্রদান করে তাছাড়াও দাবির স্বপক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বক্তব্যে একাধিক সংসদ সদস্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ৮ দফা দাবী সমূহ সংসদে উত্থাপন করেন। কিন্ত অদ্যবধি সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোন দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সাধারন

সম্পাদক তার বিবৃতিতে দাবী সমূহ মেনে নেওয়ার জন্য পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন জানান। মার্চ/২০২২ মুজিব বর্ষ শেষ হচ্ছে। কর্মচারীরা মুজিব বর্ষের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরী, মানবতার মা, জননেত্রী শেখ হাসিনার দিকে তাকিয়ে আছে, মুজিব বর্ষের মধ্যে কর্মচারীদের পদবী বৈষম্য এবং বেতন বৈষম্যসহ ০৮ দফা দাবী বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে কর্মচারীরা বুক ভরা আশা নিয়ে অপেক্ষায় আছে।

ফোরামের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেন সচিবালয়েল বাহিরেও কিছু কিছু দপ্তরে পদবী পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বেতন গ্রেডও উন্নীত করা হয়েছে, কিন্তু কেন ? এক দেশ, সংবিধান এক, আইন সকলের জন্য সমান, তা হলে সচিবালয়সহ কয়েকটি দপ্তরে শুধু পদবী এবং বেতন গ্রেড পরিবর্তন হবে কেন ? সচিবালয়ের ন্যায় সকল দপ্তর, অধিদপ্তরের সমপদের পদবী এবং বেতন গ্রেড পরিবর্তন করতে হবে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু আন্দোলন করে এ দেশকে স্বাধীন করেছেন, পঞ্চাশ বছর হলো দেশ স্বাধীন হয়েছে অথচ একই দেশে কর্মচারীদের বেতন ও পদবীতে এখনও বৈষম্য বিরাজমান ও একই পদে নিয়োগবিধি ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে এবং স্বায়িত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ভিন্ন ভিন্ন নিয়োগবিধি, কোন কোন প্রতিষ্ঠানে পেনশন সুবিধা আছে আবার কোনটায় গ্রাচুয়িটি সুবিধা। বর্তমান সরকারের একইরুপ মডেল নিয়োগবিধি করার পদক্ষেপ থাকলেও এখন পর্যন্ত কোন কার্যকারী ভুমিকা দেখাযায়নী । তাই খুব দ্রুত জাতীয় বেতন স্কেলের ১১ থেকে ২০ গ্রেডের চাকুরিজীবীদের চাকুরীর (সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/স্বায়িত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে) বেতন ও পদবী বৈষম্যের ক্ষেত্রে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে **জাতীয় নিয়োগবিধি**, উদাহরন-(পাঁচ বছর পর পর পদোন্নতি অথবা উচ্চতর গ্রেড প্রদান করে ব্লক পোষ্ট নিয়মিতকরণ) করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি ও হস্তক্ষেপ জরুরী দাবী বলে মনে করেন।।

ফোরামের অর্থ সম্পাদক জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম বলেন বর্তমান সরকারের আমলে দেশে অনেক উন্নতি হয়েছে, পদ্মা সেতুসহ অনেক মেঘা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। একথা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই যে, ২০১৫ সালের পেস্কেলে বেতন বাড়ানো হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ১১ থেকে ২০ গ্রেডের কর্মচারীদের বেতন তুলনামূলকভাবে বাড়ানো হয়নি। ১০ থেকে ০১ গ্রেড পর্যন্ত ১০টি ধাপে যেমন- ৬০০০+১০০০+৬০০০+৬৫০০+৭৫০০+৭০০০+৬৫০০+৯৫০০+১২০০০ সর্বমোট বৃদ্ধি পেয়েছে ৬২০০০/-(বাষট্রি হাজার টাকা) আর ২০ থেকে ১১ গ্রেড পর্যন্ত ১০ টি ধাপে ২৫০+৩০০+২০০+৩০০+৪০০+৫০০+৮০০+৩০০+১২০০/-সর্বমোট বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২৫০/-(চার হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)। কর্মকর্তাদের ১০টি গ্রেডে বাড়ল ৬২০০০/-(বাষট্রি হাজার টাকা) আর কর্মচারীদের ১০টি গ্রেডে বাড়ল ৪২৫০/-(চার হাজার দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীকে উদাহরণ সহ বিষয়টি দেখিয়ে বলেন আমার মনে হয় এখন আর বেতন বৈষম্যের বিষয়টি বুঝতে কারও কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

সিনিয়র সহ সভাপতি জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম খান তার বিবৃতিতে বলেন কর্মচারীদের মাঝে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষে এবং কর্মচারিদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারন করার জন্য আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শত বার্ষিকী উদযাপন সহ বিভিন্ন সময় সরকার ঘোষিত জাতিয় দিবসকে যথাযত মর্যাদায় উদযাপন করে আসছি। স্বাধীনয়তার মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃষ্টি কামনা করে বলেন, ০৬ বছর গত হলো পেস্কেল প্রদান করা হয়েছে। ৫% হারে বেতন বেড়ে যা হয়েছে তার চেয়ে বাজার দর বেড়েছে কয়েকগুন বেশি। টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড না থাকায় কর্মচারীদের অনেক ক্ষতি হয়েছে। বর্তমান বাজারে সংসার চালানো তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। **"তাই অনতিবিলম্বে সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/স্বায়িত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে এক ও অভিন্ন নিয়োগ বিধি করে সকল পদে পদোন্নতি বা ০৫ (পাঁচ) বছর পর পর উচ্চতর গ্রেড প্রদান করে ব্লক পোষ্ট সহ সকল পদ নিয়মিতকরণ করে নতুন পে কমিশন গঠন, মহার্ঘভাতা প্রদান, বেতন ও পদবী বেষম্য দুর করণসহ" ১১** থেকে ২০ গ্রেডের সকল যৌক্তিক দাবি বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জোর দাবী জানান।

প্রেরক

(মোঃ লুৎফর রহমান)
সভাপতি
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ
১১-২০ গ্রেডের সরকারি চাকুরিজীবীদের সম্মিলিত অধিকার আদায় ফোরাম।
মোবাইল নম্বর-০১৭১৫৫৮৩৮৮৩